

সেশনজট যেখানে অপরিচিত

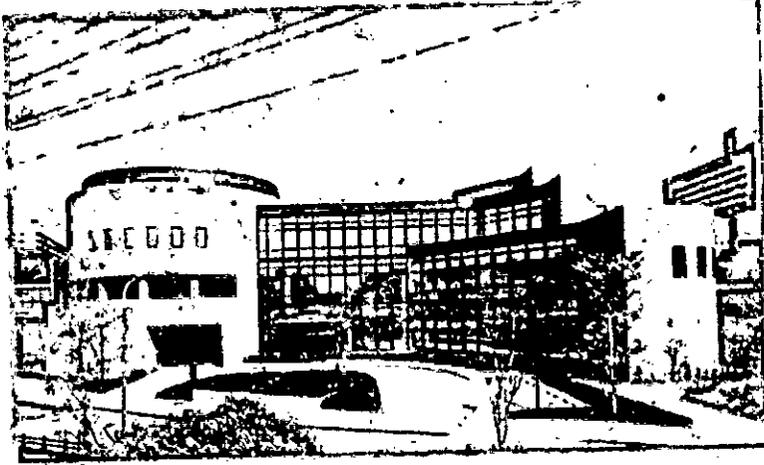
জাপান

এসএম নাদিম মাহমুদ

ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানের তৃতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে আসার পর ভর্তি প্রক্রিয়া যখন শুরু করেছিলাম, তখন ভর্তি প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকা এক কর্মকর্তার প্রশ্নে ব্যাপক বিভ্রমনায় পড়তে হয়েছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে স্নাতক এক সনদপত্র ছিল এই দুর্ভোগের মূলে। আমি যখন আমার ভর্তি প্রক্রিয়ার আবেদনপত্রে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদগুলো জমা দিই, তখন সনদে থাকা পরীক্ষার ফল প্রকাশের তারিখ দেখে ওই কর্মকর্তা আশ্চর্য হলেন।

একাডেমিক তারিখ অনুযায়ী আমার স্নাতক শেষ হওয়ার কথা ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে; কিন্তু সনদে পরীক্ষার ফল ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ আর সেটা দেখে বেচারি জাপানি কর্মকর্তা সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেন।

আমাকে বলেন, এই তারিখ কি সঠিক? নাকি আপনার বিশ্ববিদ্যালয় ভুল করে সনদে তারিখ বসিয়েছে? উত্তরে আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ, এই তারিখই সঠিক। তাহলে আপনার শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী তো আপনার সনদে ২০১২ লেখার



কথা; কিন্তু এই তারিখ কেন? এই এক বছরের অধিক সময় আপনি কী করেছেন? কোথায় চাকরি করেছেন? প্রশ্নবাণে আমি ভাবাচাচাকা খেয়ে গেদাম। উত্তরে কী বলব তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সত্যি কথা তা মুখে নিয়ে এলাম। তাকে বললাম, এটাকে আমাদের দেশে সেশনজট বলে। ৪ বছরের কোর্স ৫ বছর থেকে সাড়ে ৫ বছর লাগে। এ কথা বলার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা সেশনজট কী? এটা কেন হয়?

আমি খুব অনুভব করি আমার মতো বিদেশে পড়তে এসে কাউকে যেন ৪ বছরের কোর্স সাড়ে ৫ বছর দেখাতে না হয়, কাউকে বিভ্রমনায়

পড়তে না হয়। যেমনটা জাপানে দেখছি, প্রতিটি কোর্সের কোন তারিখে, কত সময়ে ক্লাস হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর সেই অনুযায়ী ক্লাস হচ্ছে আমার। জীবনে এই শিক্ষা ব্যবস্থটুকু কখনও কল্পনা করিনি; কিন্তু ওসাকা তথা জাপানের এই ব্যবস্থটুকু আমাকে নতুন করে হাত্রে দিয়েছে।

অথচ আমাদের দেশে প্রত্যেকটি বিভাগে শিক্ষাজটের মিছিল দীর্ঘ। এই অবস্থা উত্তরণের জন্য আমার মাতৃভূমিতে এমন স্থানিক বিশ্ববিদ্যালয় অনুভব করছি, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের শুরুতে দেওয়া হবে পাঠ্যসূচির বিস্তারিত, যেখানে থাকবে সম্মুখবর্তনের তারিখ, যেখানে থাকবে শিক্ষকদের ক্লাস নেওয়ার তারিখ। এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে হলে কি খুব বেশি ক্ষতি হবে? কথিত গণতন্ত্র রক্ষা করা ছাত্র সংগঠনগুলোর জন্য কি মহাঅন্যায় কাজ হবে? এই স্বপ্নগুলো মাঝে মাঝে মধ্যরাত্ত্রে উঁকি দিচ্ছে। তবুও আশায় বুক বাঁধলাম।

ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান

‘প্রবাস জীবন’-এ
লিখুন

সমকালের সাপ্তাহিক আয়োজন ‘প্রবাস জীবন’ প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য। প্রবাস জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতা, দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে লিখুন।
ই-মেইল: probash.samakai@gmail.com